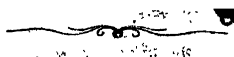
ওঁ নমো ভগবতে
বাসুদেবায়।

# গোবিন্দ গীতিকা



যথা নীরং পরিত্যজ্য মরালো দুগ্ধমীহতে।
তথা দোষং পরিত্যজ্য গৃহ্ণীয়ু সাধবো গুণান্॥

শ্রীগণেশগোবিন্দদাস বৈষ্ণব প্রণীত
সাং ভাদগ্রাম
পোঃ আটঘড়ী
( টাঙ্গাইল )

প্রকাশক
শ্রীজয়কৃষ্ণপতি দেবশর্ম্মণ।

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# উ ৎ স র্গ প ত্র

ফরিদপুরান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী

পরম পূজ্যপাদ বিদ্যালঙ্কারোপাধিক

শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী গুরুদেব

মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে আমার

সাধের

"গোবিন্দ গীতিকা"

উৎসর্গীকৃত হইল।

# ভূমিকা

আমি বহুদিনের যত্নের ও চেষ্টার ফলে "গোবিন্দ গীতিকা" প্রকাশিত করিলাম। আমি যে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারিব তাহা আমার আন্তরিক ধারণাই হয় নাই। কেবল ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভক্তরঞ্জন ভগবানের অতুল দয়াবলেই ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। নতুবা আমার মত মূর্খ, জ্ঞানবুদ্ধিহীন ও অর্থশূন্য লোকের দ্বারা ইহা কখনও সম্ভবে না। সঙ্গীতগুলি যাহাতে উচ্চ সমাজ হইতে ক্রমশঃ নিম্ন সমাজ পর্য্যন্ত গীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রমাদি সংশোধন করতঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত পাঠক বা গায়ক মহোদয়গণের ইহা পাঠে বা গানে কথঞ্চিৎ মন আকর্ষিত হইলেই আমার এ পাপজীবনকে ধন্য ও সফল মনে করিব।

আমি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলাম। সেই বাল্য জীবনের সঙ্গীতগুলি ইহাতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ২।১টী বন্ধুর অনুরোধে তাহাও সংযোজিত করিয়াছি।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে বন্দ্য কাওয়ালজানী (টাঙ্গাইল) নিবাসী সদ্বক্তা পরম বৈষ্ণব ভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্ন ও ভাওয়াল ধীতপুরনিবাসী পরম সাধক পুরুষ শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস মহোদয়দিগের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি কিমতি বিস্তরেণ নিবেদন ইতি।

ভাদগ্রাম বৈষ্ণবপাড়া
সন ১৩২০ সাল,
৪ঠা শ্রাবণ।

বিনীত নিবেদক—
শ্রী গণেশগোবিন্দ দাস
বৈষ্ণব।

# সূচীপত্র।

## প্রথম তরঙ্গ।



## দ্বিতীয় তরঙ্গ।

## তৃতীয় তরঙ্গ।

### ব্রজলীলা



## চতুর্থ তরঙ্গ।

### মাতৃসঙ্গীত

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দায় নমঃ।

# প্রথম তরঙ্গ।

("হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি, কিম্বা
হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে," এই সুর)

(গৌর) একবার এসে উদয় হওহে আমার হৃদয় মন্দিরে
ওহে, ভক্তবন্ধু কৃপাসিন্ধু ভক্তে ডাকে সকাতরে ॥
আমি, জানিনা তোমার ভজন, ওহে ভকত-রঞ্জন,
নিজ গুণে দোষ ক'রে ভঞ্জন, পদধূলি দাও হে শিরে।
আমি অতি ভক্তিহীন, তাতে ভজনবিহীন,
তুমি ভক্তিহীন জনে সিঞ্চ, ভক্তি-প্রেম-বারি ;
দয়াল নাম ক'রেছ ধারণ, তাইতে ঐ নাম ক'রে স্মরণ,
তোমার চরণে নিলেম শরণ, যা' ইচ্ছা তা' কর মোরে ॥

---

( "তুমি কার প্রাণপ্রতিমা" এই সুর )

শ্রীচরণে রে'খহে আমায়।
আমার অন্তিম সময়।
আমি, অধম অতি, আমার কি হবে গতি,
তাই ভাবিতেছি দিবারাতি, ওহে দয়াময়।
আমি, জানিনা কেমনে তোমায় ভজে মহাজন,
হরি, তাতেই তো করিতে নারি তোমার ভজন,

ঘরে ল'য়ে পরিজন, করি পাপ উপার্জ্জন,
তুমি নিজগুণে দয়াদানে তরাও হে আমায়।
দয়াময় নাম তোমার বলে জগজ্জন,
দয়া ক'রে কর দাস-দোষ-বিভঞ্জন,
ওহে গোপীকারঞ্জন, দাও হে ভক্তি-প্রেমাঞ্জন,
যেন, ঐ ভক্তিতে শক্তি পেয়ে ভজিহে তোমায়।
আমি প'ড়েছি এই মায়া নদীর সাঁতারে,
হরি, তাইতে তোমায় ডাকিতেছি অতি কাতরে,
মোরে লওহে পার ক'রে, তুমি আছ যেই পারে,
আজি, দেখ্‌ব তুমি ধরাধামে কেমন দয়াময়।
এ ভবসাগরে সম্বল ঐ পদতরি,
ঐ, তরি ধ'রে না তরিলে কেমনে তরি,
আমার, আর নাই তরি, বিনে ঐ চরণ তরি,
প্রভু, দিয়ে তোমার পদতরি, পার কর আমায়।
এ দীন তনয়ে কেন হইলে নিদয়,
প্রভু, নিদয় হ'য়ে র'লে কেন হ'য়ে দয়াময়,
একবার, হও হে সদয়, ওহে কৃষ্ণ দয়াময়,
দে'খ, দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না হয়।
নাম নিয়ে ডু'বে ম'লে তা'তে তোমায় পায়,
তুমি, কি কারণে নিদয় হ'য়ে রাখ না ঐ পায়,
গণেশ হ'য়ে নিরুপায়, লু'টে পড়েছে ঐ পায়,
তুমি রাখ বা না রাখ ঐ পায়, যাহা মনে লয়। ২।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

( "মম সুখোদয় যেদিনে উদয়"—এই সুর )

দীন দয়াময়, অধমে সদয়, হও একবার করিহে বিনয়।
কেনবা আমায়, রাখনা ঐ পায়, কেনবা আমায় হইলে নিদয়।
এমিথ্যা জগতে মজিয়ে অসারে,
ভুলিয়ে র'য়েছি হরিহে তোমারে,
আমি, অর্থহীন ব'লে সবাই ঘৃণা করে,
এ, অশান্তিসংসারে সব অশান্তিময়।
তুমি যদি শান্তি দাওহে আমারে,
কে ফেলিতে পারে অশান্তিসাগরে,
( তব ) পদে রাখিলে কে দিবে ফেলে দূরে,
তুমিই একমাত্র দীনের আশ্রয়।
তুমি বিনে মম কে আছে এ ভবে,
তুমি বিনে বল আর কে তরাবে,
( আমি ) দেখিলাম ভেবে, মাতাপিতা সবে,
এ সংসারে মিত্র কেহ কা'র নয়॥
যা'রে মিত্র ভাবি এ সংসার মাঝে,
সেই শত্রু হ'য়ে সম্মুখে বিরাজে,
বলহে গণেশে ( আর ) কতদিন সং-সেজে,
ল'য়ে নশ্বর দেহ থাকিবে ধরায়। ৩।

১। হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি কিম্বা
১। (কার সাধ্য ওমা সীতে অথবা হৃদয় রাসমন্দিরে) এই সুর

দিন গেল ব'য়ে প্রভু এবার পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা তাইতে তোমায় ডাকি বিনয় ক'রে।
লোকমুখে শুনি হরি, তুমি বই আর নাই কাণ্ডারী ;
তাই তোমার পায়ে পড়ি, পার ক'রে দাও পরপারে।
সবে গেল মায়াপারে, রব কি আমি নরক ঘোরে,
ঘিরেছে শমন শিয়রে দেখেও কি তা' দেখনা,—
শ্রীচরণে এই নিবেদন, কলুষ কর অপনোদন,
যেন তব অভয় চরণ, সতত পূজি সাদরে। ৪।

( তোরে নিয়ে আমরা গোঠে যাবরে এই সুর )

দুঃখের কথা কা'রে যেয়ে কবহে। (ও দয়াময় )
তুমি বিনে এসংসারে আমার আর কে আছে হে।
যে দুঃখেতে আছি আমি, সকলই তো জান তুমি,
জেনে শুনে কেন মোরে এত দুঃখ দাওহে।
হয়তো মেরে ফেল প্রাণে, নয়তো কৃপা কর দীনে,
ঐ কৃপাবারি পানে যেন সুশীতল হইহে।
তুমি যদি সুখে রাখ, কার সাধ্য দেয়হে দুঃখ,
তুমি যদি মার কা'রে, কে তারে বাঁচাবে হে।
আমার এ দুঃখের কালে, হে গোবিন্দ কোথা র'লে,
দাস ব'লে চরণ তলে, গোবিন্দকে রে'খহে। ৫।

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

( ওমা শ্যামা কতদিনে হব পার এই সুর )

(হরিহে) রক্ষহে এবার আমারে।
আমি, প'ড়েছি এই মায়ানদীর অকুল সাঁতারে।
আমায়, দিও ঐ চরণতরি, নৈলে ডু'বে মরি,
কেনবা নিদয় দাসে বুঝিতে না পারি,
বামেতে লইয়ে প্যারী, হৃদে এসে দাঁড়াও হরি,
আমি, জনম সফল করি, ঐ রূপ হেরে।
কবে হবে সে শুভদিন ভাবি তাই বারে বারে,
কবে বা কাটিব আমি মায়ার বন্ধন ডোরে,
কবেবা তব নামেতে, দিবানিশি রব মেতে,
কবেবা জুড়াব প্রাণ তোমার মূরতি হেরে।
এই আশীষ করিও প্রভু তব অধম সন্তানে,
শ্রীপদে ভকতি যেন বাড়ে মোর দিনে দিনে,
ভকতি বিহীন দীনে, কৃপাবারি বিতরণে,
ওহে দীনবন্ধু তুমি ল'য়ে চল ভবপারে।
দয়াময় নামে তুমি পরিচিত ধরাতলে,
অকূলে পড়িয়ে তাই ডাকি দয়াময় ব'লে,
তুমি, এইবার করুণা ক'রে ওপারেতে নাও মোরে,
নামের মহিমা আমি ঘোষিব জগত ভরে। ৬।

( "তুমি কার প্রাণপ্রতিমা" এই সুর )
( আমার ) হর মনের বেদন।
ওহে, শ্রীমধুসূদন।
কত অপরাধী আছি তব ঐ পদে,
আমি, তাইতে পড়ি পদে পদে এত বিপদে,
ম'জে ধন সম্পদে, ভু'লে র'য়েছি পদে,
হরি, নৈলে কি আর করতে তুমি এম্নি অযতন।
তুমি, দিওনাহে এ দাসেরে এত জ্বালাতন,
কৃপা ক'রে এ কিঙ্করের কর পাপমোচন,
ওহে, শ্রীনন্দ নন্দন, পদে এই নিবেদন,
তুমি নিয়ে চল এ দাসেরে শ্রীপদ সদন। ৭।

---

( আয়রে কোলে নীলমণি নটবর কালাচাঁদ এই সুর )
কোথা র'লে বিশ্বপতি দাসের দুঃখ দেখে যাও না।
কোন বলে তোমারে পাব জানিনা ভজন সাধনা।
ভাবি আমি মনে মনে, কোথা পাব তোমা ধনে,
থাক তুমি কোনস্থানে, কেমনে করি উপাসনা।
রিপুগণের এ অত্যাচার, পারিনা যে সহিতে আর,
তাই দেহ হ'তেছে অসার, কেহই তো শোনেনা মানা।
বলি ধ'রে দু'টী চরণ, রিপুগণে কর বারণ,
নৈলে তব রাঙ্গা চরণ, কখনও ভজন হবেনা। ৮।

---

( হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি এই সুর )

চিন্তা হরণ নামটি তোমার কে রে'খেছে বল মোরে।
যে রে'খেছে ঐ নাম তোমার সে জীর্ণ হয় নাই চিন্তাজ্বরে।
চিন্তা হরণ ব'লে কত, ডাক্‌ছি আমি অবিরত,
কখনও দেখিলাম না তো, চিন্তা আমার গেল দূরে।
চিন্তানলে ম'লেম পুড়ে, চিন্তা নাওহে হরণ ক'রে,
যেন নিশ্চিন্ত অন্তরে, থাকি এপাপ সংসারে।
যদি কোনও থাকে চিন্তা, সে যেন এক তব চিন্তা,
স্থান যেন না পায় কুচিন্তা, ওহে শ্রীহরি ;—
চিন্তার শ্রেষ্ঠ অন্ন চিন্তে, সদাই করি ঐ চিন্তে,
পারব কিসে তোমায় চিন্‌তে, সে চিন্তা তো নাই অন্তরে। ৯

---

রাগিণী পূরবী – আড়া

( দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন এই সুর )

প্রাণ অন্ত শ্রীগোবিন্দ কর ত্রাণ এ অসময়ে।
বিপদ ভঞ্জন কর ব'লে ডাকি বিপদে পড়িয়ে।
ভব নদীর তরঙ্গেতে, হয় বুঝি এ প্রাণটী দিতে,
তুমিই বন্ধু নিদানেতে, চল মোরে পারে নিয়ে॥
প'ড়েছি তরঙ্গে ভারি, পারিনা আর দিতে পাড়ি,
তুমি এসে হও কাণ্ডারী, নৈলে তো মরি ডুবিয়ে।
তুমি বিনে এসময়ে, জড়া'য়ে কার ধরব পায়ে,
নিদান কালে বান্ধব হ'য়ে, কেবা আসিবে এগিয়ে। ১০

( এই ত হইল শেষ এই সুর )

( তোমার ) নাইকো দয়ার লেশ।

ভবে এনে মোরে এত কষ্ট দিয়ে, মায়ার্ণবে জীবন করিলে শেষ।

ভবে দুঃখভার যত পেয়েছিলে, সব এনে আমার শিরেতে চাপালে,

তাই ডাকিতেছি দয়াময় ব'লে, এদুঃখ কি আমার হবেনা শেষ।

যা' করিলে সব ভালই করিলে, বিনা দোষে দাসে এত দুঃখ দিলে,

অন্তিমেতে স্থান দিও পদতলে, এই করিও হৃষিকেশ। ১১ ॥

---

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল খয়রা

( তোমার উদ্দেশ্যে যাব কোন দেশে ) ২। (হরি আদরের ধন)

এই সুর।

আর সহেনা দুর্গতি, হে জগতপতি, কেন দূরে ফেলে দিলে আমারে।

ওহে দয়াময়, বিপদ সময়, তুমি বিনে রক্ষা কে করে।

সদা আছ তুমি অন্তরে বাহিরে, কিম্বা গোঠে মাঠে আলোক আঁধারে

জীবের অন্তরে, অকূল প্রান্তরে, বিশ্বচরাচরে থাকহে জুড়ে।

তুমি চন্দ্ররূপে ল'য়ে তারাগণে, হেসে জুড়াও প্রাণ সুধা বিতরণে,

তুমি, অনাদি অনন্ত, কেউ না পেলে অন্ত,

ব্রহ্মা সীমা দিতে না পারে।

বরাহ রূপেতে হিরণাক্ষে নাশ, রামরূপে কল্লে রাবণে বিনাশ,

নন্দের ভবনে তেজের বিকাশ, দেখালে গোবর্দ্ধন ধ'রে।

গৌরাঙ্গ রূপেতে নদীয়া ভবনে, জগাই মাধাই আদি যত
পাপীগণে,
কত না যতনে, নাম বিতরণে, (নিলে) তরায়ে ভবসিন্ধু পারে।
করুণার কথা যবে উঠে মনে, অম্‌নি যেন প্রাণ চায় তোমা
ধনে,
হ'য়ে দয়াময়, কেন পদাশ্রয়, দিবে না এ দীন জনেরে।
দরিদ্র কি ধনী যে তোমায় নিয়ত, ভক্তিভাবে ডাকে হ'য়ে
সমাহিত,
বায়ুর সম যেন হও প্রবাহিত, জাতি ভেদ জ্ঞান না করে।
গোবিন্দ কি ভবের হ'ল জীব ছাড়া, তবে কেন তারে কল্লে
পদ ছাড়া,
একবার, দাওহে হৃদে পাড়া, নৈলে তো যাই মারা,
পড়িয়ে অকূল সাগরে। ১২ ॥

---

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

( ওমা শ্যামা কত দিনে হব পার এই সুর )

( ও দয়াময় ) হৃদি কষ্ট জানাব কা'রে ?
আমায়, এভাবে কতদিন ভবে রাখিবে বা কি প্রকারে।
আপন ভাবিয়ে আমি যদি কা'র করি হিত,
তখনই সে বৈরী হ'য়ে করিতে আসে অহিত,
একি হেরি বিপরীত, ন্যায্য কার্য্যে বিরহিত,
আমি, একারণে হিতাহিত, সকলই দিয়েছি ছেড়ে।

সংসার হ'য়েছে আমার চির জীবনের তরে,
নিদারুণ রুষ্ট বাক্য পশিল মম অন্তরে,
সে ব্যথা ক্ষণেকের তরে, কখনও যাবেনা দূরে,
জঠর যাতনা পেলে কাজ কি আর এ সংসারে।
একে ভ্রাতৃ শোকানলে সতত জ্বলে হৃদয়,
দুর্ব্বাক্য ইন্ধন পেয়ে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়,
ওহে প্রভু দয়াময়, কি আর জানাব তোমায়,
সকলি তো জান তুমি লোকে যা যেখানে করে।
হায়রে গণেশ তুই যে ভাইয়ের সহোদর,
সে যদি থাকিত বেঁচে এ কষ্ট হ'ত না তোর,
সে যবে গিয়েছে চ'লে, সবারই মমতা ভু'লে,
তখনই তোর ভাগ্যাকাশ ঢেকেছে দুঃখ তিমিরে।
হে প্রভু সচ্চিদানন্দ নিরানন্দ নাও হ'রে,
আনন্দে গাইব আমি হরে কৃষ্ণ হরে হরে,
যেন আহারে বিহারে, বলি হরে কৃষ্ণ হরে,
শ্রীহরেকৃষ্ণ মূরারে বিষ্ণু মধুকৈটভারে।
ধনমদে মত্ত হ'য়ে যে তোমায় চাহেনা ভুলে,
তারে তুমি দয়া করে স্থান দাও ঐ পদতলে,
দুঃখে প'ড়ে যে তোমায়, বলে দয়া কর আমায়,
তার পানে কখনও চাহিতে দেখিনা ফিরে।
বড় তরি পেলে সবে চড়ে সাহসে ভর ক'রে,
ছোট তরির কাছে যেতে সব লোকে ভয় করে,

মানবেও যা' নিরখি, তোমাতেও তাই দেখি,
এ কেমন রীতি তব দাসে না বুঝিতে পারে।
কেহ বা পদ থাকিতে জুড়ী বা মটরে চ'ড়ে,
মূহুর্ত্তে যোজন পথ অনায়াসে আসে ঘু'রে,
কা'র বা এক পদ খোঁড়া, কেহ বা বয়সে বুড়া,
তারা কি পারে না যেতে জুড়ী বা মটরকারে ?
কা'রে বা রে'খেছ তুমি বসায়ে রাজ সিংহাসনে,
কেহ বা না পায় স্থান তীক্ষ্ণধার কুশাসনে,
কেহ মরে অনশনে, কেহ ভূষিত ভূষণে,
তব লীলা বুঝে ভবে এমন তো দেখিনা কা'রে।
তুমিই তো করহে শুনি সকলেই সম জ্ঞান,
ঠিক তার বিপরীত নয়নে হেরি বা কেন,
তোমার কার্য্যের প্রথা, দেখে ঘু'রে যায় মাথা,
(তুমি) না বলিয়ে কোন কথা কিরূপে পাল সবারে। ১৩॥

---

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।
( ওমা শ্যামা কত দিনে হব পার এই সুর )

( ও দয়াময় ) তুমি দয়াল হও বা না হও।
যদি, দীনে দয়া না করিয়ে নিদয় হ'য়ে রও।
কাঙ্গালে কান্দাতে তুমি শিখিয়াছ ভাল ক'রে,
কি লাভ হ'য়েছে তোমার এ লাভের ব্যবসা ক'রে,
বলি আমি জোড় করে, এ ব্যবসা দাও ছেড়ে,
দীনবন্ধু দীনের পানে একবার ফিরে চাও।

বহুদিন ধ'রে আমি বলিতেছি পদ ধ'রে,
দাঁড়াও হৃদয়াসনে ত্রিবঙ্কিম ঠাম ধ'রে,
মুরলী ধ'রে অধরে, বামে লয়ে শ্রীরাধারে,
পদ রেখে পদোপরে, রাধা নাম বাজাও।
বিগ্রহরূপেতে তুমি সকলে দিতেছ দেখা,
তাই এসে আঙ্গিনাতে হেরি রূপ ভঙ্গি বাঁকা,
দেখে ঐ মূরতিখানি, চিত্তেতে ধৈরজ মানি,
বুঝি, আপন স্বরূপ তুমি জগতে দেখাও।
হে গোবিন্দ তব পদে গোবিন্দ শরণাগত,
এই তো দিন গেল চ'লে, আয়ুসূর্য্য অস্তগত,
কর মোরে পারগত, আমি তোমার অনুগত,
নিঠুর হইয়ে কেন আমারে কাঁদাও ॥ ১৪ ॥

---

কেদারা—ঠুংরি।
( মরম ব্যথা কবলো কারে এই সুর )

আগে জানি নাই তাই সপেছি, নৈলে কেবা সপিত।
আগে জানি নাই তুমি নিদয় এত।
ভবে থাকা হ'ল দায়, যদি দয়াময় হ'য়ে হওহে নিদয়,
বল আমি যাই কোথা ছেড়ে ঐ চরণ;
তোমারই চরণে সপেছি এ প্রাণ,
আর মনোব্যথা দিও না আমায়, ওহে দীন দয়াময়,
ডেকে ডেকে প্রাণ আরও হ'ল ব্যথিত। ১৫ ॥

( রূপে যার মন ম'জেছে এই সুর )

দীনের দিন কি এমনি যাবে দীন দয়াময়।
আমি, বু'ঝেছি সার এতদিনে সংসারে কা'র কেহ নয়।
অকূলে পড়িয়ে হরি, চাই তব ঐ পদ তরি,
আমায়, তুল্‌তে হবে কবে ধরি, নৈলেতো জীবন যায়।
পূর্ণব্রহ্মরূপে এসে, দেখা দিতে হবে দাসে,
আমায়, রেখো তব পদ পাশে, হইয়ে সদয়। ১৬॥

( নির্ম্মল কর মঙ্গল করে প্রায় এই সুর )

তোমার সমীপে আর কি চাহিব,
( আমার ) কিছুরই তো নাই অনটন।
না চাহিতে তুমি সকলি দিয়েছ বাকিতো রাখ নাই কোন ধন।
আমার জন্য দিয়েছ বারি,
ঐ বারি পিয়ে পিয়াসা নিবারি,
আমারে থাকিতে দিয়েছ ঘর বাড়ী,
আমার জন্য বহিছে পবন।
আমার লাগিয়ে ক্ষেত্রে শস্য হয়,
আকাশেতে নিত্য হয় সূর্য্যোদয়,
নিরাশ্রয় হ'লে দাও পদাশ্রয়,
(আর) ফিরে কি চাহিব তোমার সদন।
বদন দিয়েছ তোমাকে ডাকিতে,
নয়ন দিয়েছ তোমাকে দেখিতে,

তোমার উদ্দেশে হাঁটিয়া যাইতে,
দিয়েছ আমারে এ দু'টী চরণ।
ঔষধ দিয়েছ রোগ নিবারিতে,
অস্ত্রাদি দিয়েছ শত্রু বিনাশিতে,
খেতে শুতে যেতে দেখিতে শুনিতে,
অভাবে পড়িতে হবে না কখন।
সূর্য্যাতপে যবে দেহ পু'ড়ে যায়,
তখনই বরুণে পাঠাও এ ধরায়,
( যেই ) আলোকিত ধরা অন্ধকার হয়,
( অমনি ) চপলা চমকে ঘন ঘন।
আমার লাগিয়ে হরিনাম তরি,
বান্ধিতে দিয়েছ ভক্তি প্রেম ডুরী,
ঐ ডোরে যদি বান্ধিতে পারি,
তবেই তো থাকিবে বাঁধা ঐ চরণ। ১৭ ॥

---

( বল বল সুবল ভাই কেমন আছে কমলিনী রাই )
বলহে দয়াল গোঁসাই অন্তে পদে দিবে কিনা ঠাঁই।
আমি,তোমার জন্যে ভবারণ্যে হে গোঁসাই সদাই ঘুরিয়ে বেড়াই
মায়ার তরঙ্গে প'ড়ে, ঘুরিতেছি ভব ঘুরে, কোথা গেলে
পাব রত্ন ধন ;
এই ধন মদে মত্ত হ'য়ে হে গোঁসাই ( আমি ) পারের
উপায় করি নাই।

ভ্রমেতেও ভাবি নাই চিতে, পারের ঘাটে হবে যেতে,
এখন আমার কি হবে উপায় ?
আজ, গোবিন্দের কথা রাখ হে গোঁসাই, ( যেন ) ধুলির
গুণে ত'রে যাই। ১৮ ॥

---

( এইতো হইল শেষ এই সুর )

আমি সদা মনে ভাবি তাই।
প্রাণ সঁপেছি আমি তব ঐ শ্রীপদে পদে কি দিবেনা ঠাঁই।
তোমারে না হেরে পরাণ বিদরে, হেরিতে তোমারে ঘুরি
এ সংসারে, নাহি চাই যেতে সৌন্দর্য্যের দ্বারে,
মনে আশা তোমায় হেরিব সদাই।
গোবিন্দায় ব'লে এপাপ হিয়ে, তব রাঙ্গা পায়ে দিয়েছি
সঁপিয়ে, যা' ইচ্ছা তা' কর হরষিত হ'য়ে,
ওজর আমার কিছুই নাই।
তুমি বিনে দেখি এ ভব সংসার, কালান্ত যম সম অন্ধকার,
ঘুচাও গণেশের মনের আঁধার, তব কাছে আর কিছুই
না চাই। ১৯ ॥

---

( খেলা রসে ছিল কানাই এই সুর )

——শ্রী—নাথ করুণাসিন্ধু অখিলের পতি।
এ অ—গ—তি জনের প্রভো তুমি মাত্র গতি।

অগৌ—ণে—করহে মোরে ভবসিন্ধু পার।
গোপে—শ—গোপিকা কান্ত তুমিই সারাৎসার।
তুমি—গো—বর্দ্ধন ধ'রে রক্ষিলে গোকুলে।
দয়া—বি—তরণে সেইরূপ রেখ পদতলে।
গোবি—ন্দ—বলিতে যেন ভাসি আঁখিনীরে।
এই—দা—সের মনো আশা জানাই তোমারে।
সাধু—স—ঙ্গে থেকে যেন নামে রুচি হয়।
—বৈষ্ণব—গণেশে তাই কর দয়াময়। ২০ ॥

---

যেজন তোমার পদসেবে, তারে তুমি কি তরাবে,
সেতো তরবে ভকতির বলে।
যে জানেনা ভজন তোমার, তারে যদি করহে পার,
তবে তোমায় ডাকব দয়াল ব'লে।
( নৈলে কেমন দয়াল হে ).
এদীন ভক্তের তরে, দয়া কি হয়না অন্তরে,
কেন তোমায় সবে দয়াল বলে।
গোবিন্দ ভেবে অনুপায়, লুটিয়ে প'ড়েছে শ্রীপায়,
ঠেলে কি ফেলিবে অধম ব'লে ( তুমি অধম তারণ )

বিরাম।

এবার পার করিতে হবে হে ( ও দয়াময় )
নৈলে নামেতে কলঙ্ক হবে। ( দিনে দিনে দিনগত) ২১।

(আজ কেন এমন হলেম তারা এই সুর।)
( আমায় ) রাখিও ঐ চরণ কমলে।
যে ধ'রেছি ঐ শ্রীপদ ছাড়বনা প্রাণ গেলে।
(আমার) নিকটে দুরন্ত শমন, আছে মুখ ক'রে ব্যাদান,
জানিনে গ্রাসিবে কখন, অভাগারে অবহেলে।
তুমি যদি থাক সহায়, শমনেরে করিনে ভয়,
(তাই) আগে জানাই ঐ রাঙ্গা পায়, সে সময় যেওনা ভুলে। ২২।

।—যৎ
(শ্মশান ভাল বাসিস বলে এই সুর।)
জেনেছি জেনেছি তোমার দয়াল নামের মহিমা।
পূজিতে জানেনা যে জন সেতো পায়না করুণা।
পতিত পাবন নামটী ধর, পতিতকে উদ্ধার কর,
অমি পতিত র'লেম পড়ে, চেয়ে কি তা' দেখনা।
যদি, সাধনরশ্মি থাক্‌ত হাতে, আপনি এসে বাঁধা পড়তে
হারায়েছি সব মায়াতে, আগেতো ছিলনা জানা।
যদি দয়াল হও হরি, গোবিন্দকে রেখো ধরি.
অন্তে দিও পদতরি, ডুবে যেন মরে না। ২৩।

কীর্ত্তন—
(বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের এই সুর।)
হৃদয়ের ধন হৃদে একবার দাঁড়াও এসে।
তোমার ঐরূপ হেরে শমন যেন পালায় মহাত্রাসে

তুমি, আনন্দিত হও গন্ধফুলে পূজা দিলে,
পূজ'ব, সুগন্ধ ভক্তি চন্দন মাখিয়ে মনফুলে।
( ফুল রে'খেছি তু'লে )
তুমি, বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাইতে,
তাই, বৃন্দাবনারণ্য আমি ক'রেছি হৃদেতে।
( ধেনু চরাইতে )
কদম্বের ডালটী ভালবাস বটে বাঁকা,
তাই, হৃদয় ক'রেছি আমি কদম্বের শাখা।
( একবার দাঁড়াও এসে )
কালিন্দির জলে কত খেল্‌ছ গোপী সনে,
তাই, পিঙ্গলা ক'রেছি আমি কালিন্দি যমুনে।
( কেলী কর এসে )
নামের সনে সদাই তুমি থাক বিরাজিত,
তাই, ক'রেছি হৃদে "শ্রীরাধাগোবিন্দ" অঙ্কিত।
( থেক বিরাজিত )
করে ক'রে মোহন বাঁশী বামে ল'য়ে প্যারী,
যেন, ত্রিভঙ্গিম যুগল মিলন অন্তিমেতে হেরি।
( হে গোলক বিহারী )। ২৪।

শ্রীশ্রী৺ শ্যামরায়।

# দ্বিতীয় তরঙ্গ।

সাহানা—খেমটা।

( এস যাদু আমার বাড়ী কিম্বা ধূলাখেলা কর্‌ব না আর )
ভজরে মন দয়াল হরি কিবা কর ঘরে ব'সে।
দিবা নিশি ভাব বসি হরি নামটী মনোল্লাসে।
অন্য চিন্তা পরিহরি, কেবল বল হরি হরি,
সার কর চরণতরি, ম'জোনা আর রঙ্গরসে।
মিছে কেন মায়ায় ভুলে, আছ হরিনামটী ভুলে,
দিনান্তেও নাম লওনা ভুলে, সুখে আছ ব'সে বাসে।
প্রেমেতে হইয়ে মত্ত, নাচ গাও অবিরত,
অন্তিমকাল প্রায় আগত, শমন এসে বাঁধবে কশে।
সাত জন্ম তপস্যার পরে, দুর্লভ জনম পেয়েছ রে,
এই সময় বলরে হরে, নৈলে, যাবে কিসে চরণপাশে।
হরিনামে বিপদ হরে, মুহূর্ত্তেও ভুলনা হরে,
সদাই হরিনাম লহ রে, তবেই, ত'রে যাবে অনায়াসে।
পাপের তোমার নাইরে অন্ত, নাম লইতে হ'ওনা ক্ষান্ত,
হরি ভজ হরি চিন্ত,মনো,বলছে তোমায় গণেশ দাসে ॥১॥

---

(মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।)

( গাছে তুলে প্রাণ কেড়ে নিলে এই স্বর )

স্মর মন ঐ হরির চরণ।

ভুলে কেন র'লে রে।

মায়াডোর ছিন্ন করি, প্রেমানন্দে বল হরি,
ভবে এসে তরবার তরে, কর মন ঐ নাম ধারণ।
হরি ব'লে ডাক্‌লে পরে, হরি আর রইতে নারে,
হরি এসে করবে তোমার, শমন বারণ। (দুঃখ নিবারণ)
ঐ নামে তরিল প্রহ্লাদ, সে বুঝেছে নামের স্বাদ,
তাই বলি মন ভক্তিভরে, ডাক ব'লে অধমতারণ ॥২॥

পূরবী—আড়া।

( দিবা অবসান হলো এই স্বর )

কি কর বসিয়ে মন পারের উপায় ক'রেছ কি ?
হরি ব'লে ডেকে এবার রিপুগণে দাওরে ফাঁকী।
আয়ুসূর্য্য অস্ত প্রায়, এইবেলা কররে উপায়,
ভক্তিকুসুম দিয়ে শ্রীপায়, পূজা ক'রে দেখ দেখি,
যখন আসিবে শমন, কি জবাব দিবিরে তখন,
কর প্রভুর নাম কীর্ত্তন, শেষদিনের আর নাইরে বাকি ॥৩॥

বাগেশ্রী—মধ্যমান।

( কোথায় আনিলে আমায় কিম্বা একি রূপ হেরি হরি )

শীঘ্র মন কররে তুমি অন্তিমের গতি।
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, র'য়েছ মন সার ভুলিয়ে,
সর্ব্বদা ভাবহে তুমি সেই জগতপতি।
ভাই বন্ধু আত্মীয়গণ, ভবে কেহ নয়রে আপন,
অন্তিমেতে হবে কি মন, কেহ সাথের সাথী ?
তাড়ায়ে রিপু ছয় জনে, মত্ত হওরে কৃষ্ণনামে,
দাস গণেশ গোবিন্দ ভণে, এই সংসার মায়া বিভূতি,
এই কথা জেনরে সার, সংসারে কেবল সং-সার,
নাম বিনে সবই অসার, ঐ নামে যাওরে মাতি ॥৪॥

---

( শ্মশান ব'লে কিবা ভয় এই সুর )

( ওরে ) ভ্রান্ত মন, কর কি চিন্তে।
চিন্তামণি ধনে, ভাব ভক্তিমনে, যা'তে যাবে পদপ্রান্তে।
যে চিন্তাতে পাবে চিন্তামণি ধন,
সে চিন্তাতে কেন হওনা রে মগন,
বৃথা চিন্তায় আর মজোনারে মন, কর চিন্তামণি চিন্তে।
এ সংসারে আর থেকোনা সং-সেজে,
হরিপদ সেবায় থাক সদা ম'জে,
এ ভবে কজনা শ্রীপদ না ভ'জে,
যায় শ্রীচরণ প্রান্তে ।

ধ্রুব প্রহ্লাদাদি যত ভক্তগণ,
পদ ভ'জে পেল গোবিন্দচরণ,
তাই বলি মন ভজ সেই মতন,
তবেই পদ পাবে অন্তে ॥৫॥

---

( "কার মূরতী রে মন চিনন৷ কি উহারে" ) এই সুর
হরি ব'লে বাহু তু'লে নাচরে ও মন ভোলা।
এইবেলা যদি না বল তবে কি আর হবে বলা।
সময় ফুরায়ে এল, কবে হরি বল্‌বি বল,
পার হ'তে এ ভবনদী, আশ্রয় হরিচরণ ভেলা।
"সাধুসঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণং
কররে মথুরায় বাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবনং"
এই পঞ্চ অঙ্গ ভক্তি, ধররে বাড়ায়ে ভক্তি,
মহাপুরুষের উক্তি, কখনও ক'রনা হেলা।
অখণ্ড মণ্ডলাকার যিনি নারায়ণ,
তাঁর পাদপদ্মে কর আত্ম সমর্পণ,
যাহা কিছু দেখ আর, সংসারে সবই অসার,
সার বলতে সেই সারাৎসার, অলৌকিক হয় যার খেলা ॥৬॥

---

হাম্বির—যৎ।
( তারে ভোলা হ'ল এ কি দায় )
মিছে কেন কাটরে দিন মিছে গণ্ডগোলে।
যত দেখ ভবালয়ে জড়িত সব মায়াজালে।

ব'লেছিস কি আসাকালে, ভবে এসে কি করিলে ?
সময় তো তোর যায়রে চ'লে, দেখনা জ্ঞানচক্ষু মেলে।
বিষয়বিষে হ'য়ে মত্ত, সব হারালি গুরুদত্ত,
দিনে দিনে দিন গত, উপায় কি তোর শমন এলে ? ॥৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—একতালা।
১। ( একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক )
২। ( শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী )

যাঁর দয়াবলে এলে ভূমণ্ডলে, কেমনে বা ভু'লে রয়েছ তাঁরে।
অসারে থাকিয়ে,অসারে মজিয়ে,ভুলে গেছ তুমি সেই সারাৎসারে।
ধন অভিমান গৃহ পরিবার,
রেখোনা সংশ্রব কর পরিহার,
নিদানের সাথী কেউ হবেনা আর,
কেন বন্দি হ'য়ে র'লে এ সংসারে।
সাধক পুরুষ যদি হতে চাও,
সাধুগণ সঙ্গে হরিগুণ গাও,
নামের তরঙ্গে সাধক প্রসঙ্গে,
সাদরে সাধরে সেই সারাৎসারে ॥৮॥

ঐ সুর।

ডাক বারে বারে, শ্রীকৃষ্ণ মুরারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
(তবেই) পবিত্র চরণে, পবিত্র স্থানে, পবিত্র হইয়ে রবি রে।

ত্যাজ্য ক'রে সব বিষয় বাসনা,
শ্মশানেতে শঙ্কর করি উপাসনা,
( সদা ) বিশুদ্ধ সাধনে, পূরায় স্ববাসনা,
সে নামেতে মজিয়ে রে।
ভবে যেবা তাঁরে ভক্তিভাবে ভাবে,
সে-কিরে কখনও পড়েরে অভাবে,
দেখ কত পাপী ভবে নামের প্রভাবে,
অনায়াসে ত'রে গেল রে।
যে সময়ে তুমি পড়িবে বিপদে,
সভক্তিতে কেন্দে পড়িও ঐ পদে,
তোর, ঠেলে সব বিপদে, রাখবে নিরাপদে,
অন্তে কৃষ্ণপদে স্থান পাবি রে ॥৯॥

রাগিণী পিলু বাহার—ষৎ।
( "সুরাপান করিনে মাগো" এই সুর )

হেলায়ে হারালি হরি হতভাগ্য কে তোর মতন।
হিরে কাঞ্চন ফেলে কেবা কাচগুলিকে করে যতন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, যে পদ করে বন্দন,
সে পদ কি যায়রে পাওয়া, না ক'রে ভজন সাধন,
অসার সংসারে মন, মজোনা আর অনুক্ষণ,
ধররে তাঁর শ্রীচরণ, ক'রে আত্ম সমর্পণ।

এ মায়াসংসার মাঝে মজে আছ অকারণ,
নিত্য চিন্তা কর মন, চিন্তামণি হরি ধন,
সংসারে ঐ সার ধন, যে ধন হবেনা নিধন,
আর যাহা দেখ সবই, স্বপ্নলব্ধ ধনের মতন ॥১০॥

—:—

রামপ্রসাদী।

( মন ) ডাকরে দয়াল হরি ব'লে।
তোর, ভয় ভাবনা যাবে চ'লে।
ভবে এসে রিপুর বশে মিছে বেড়াও সংসারডালে ;
যদি, ভবনাথকে ভাবতে পারিস্ ভাস্‌বি তবেই সুখহিল্লোলে।
তোর, মানবতরির মাল্লা ছয়জন ছয়দিকে নিতেছে ঠেলে ;
তুই, হরিনামের লাঠি মেরে তাড়ায়ে দেনা সকলে।
যে দিন, শমন আসি গলে ফাঁসি দিবে তোরে কুতূহলে ;
সে দিন, মাতা পিতা বন্ধু ভ্রাতা শ্মশানঘাটে দিবে ফেলে।
পাপী তাপী রোগী ভোগী সব তরে ভাই নামটা নিলে।
পাষাণ গলে নামের গুণে, শিলা ভাসেরে সলিলে।
তাই বলি রে গোবিন্দ ডাক শ্রীগোবিন্দ ব'লে ;
তোর, মানবজনম হইবে সফল স্থ    পাবি ঐ পদতলে ॥১১॥

———

১। ( কাল বরণ রাধে হেরিবে না বলেছে এই সুর )

২। শ্মশান ভালবাসি বলে ঐ

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

সংসারবারিধি মাঝে আছে এক কর্ণধার।
দয়াময় নামটী তাঁহার দয়ার আধার।
তাঁরে পূজা কর যদি, সুখ পাবে নিরবধি,
দূরে যাবে ভবব্যাধি, ঘুচিবে মনের আঁধার।
ধন জন পরিহরি, সার কর পদ তাঁহারি,
বিশ্বপতি সেই শ্রীহরি, রাখবেরে শ্রীপদে তাঁহার ॥১২॥

( এত করে ডাকি শ্যামায় ) (তারে ভোলা হ'ল এ কি দায় !)

হাম্বির—হৎ।

হরিনাম গানে মেতে থাকরে মূঢ় মন।
তিনি হে জগতপতি এ জগতজীবন।
মোহমায়ায় হয়ে মত্ত, ভুলে আছ সুসারতত্ত্ব,
ভাই বন্ধু দেখ যত, কেহ নহে আপন।
যদি মনে থাকে আশা, কররে পদ ভরসা,
মিটিবে মনের পিয়াসা, দূরে যাবে জ্বালাতন ॥১৩॥

---

ঐ সুর।

যায় যাবে যাক এপ্রাণ হরি হরি ব'লে।
অন্তিমে পাইব পদ হরি ব'লে মরিলে।
মনটী সপেছি যাঁরে, প্রাণ যদি চায় তাঁরে,
হব সুখী জন্মান্তরে, তাঁহার করুণা বলে।
ভুলে যেয়ে ধন সম্পদ, যে ধরে তাঁহার পদ,
তার কি থাকে বিপদ, কখনও এ ভূমণ্ডলে। ১৪।

—:—

১। বিনয় করি মন রসনা, ২। গাড়িতে না চড়লে পরে।

সদানন্দে মনানন্দে বলরে হরি হরি।
অকূল ভব জলধি অনায়াসে যাবে তরি।
কামাদি ছয় রিপুগণে, ছয়দিকে নিতেছে টেনে.
যাইতে চরণ সদনে, নাম বিনে আর নাই কাণ্ডারী।
দেবাদিদেব গৌরহরি, জেতের বিচার নাহি করি,
মা'র খাইয়ে দয়া করি, সবে দিল নাম বিতরি।
সেই নামের গুণেরে ভাই, জগাই মাধাই তারা দু'টি ভাই,
পার হ'য়ে এ ভবনদী, অনায়াসে গেল তরি। ১৫।

ঐ সুর।

পূজরে মন দিবানিশি সেই দেবারাধ্য ধনে।
ভবপারে যাবিরে তুই যাঁহার দয়া গুণে॥

যে নামে হ'য়ে উদাসী, শিব হ'য়েছেন শ্মশানবাসী,
ত্যজিয়ে মধুর কাশী, সদাই রত সাধনে।
দেখরে মন চিন্তা করি, হরিনাম পারের কাণ্ডারী,
ভাব দিন বিভাবরী, কেটে মায়ার বন্ধনে।
ধন মান কুল শীল, কেবা সঙ্গে যাবে বল,
এইবার কর নাম সম্বল, ছেড়ে এ তুচ্ছ ধনে। ১৬।

১। কোথা হে কাঙ্গালের হরি এই সুর।
২। ডুবলরে তোর মানব তরী ঐ
৩। দুর্ব্বলের বল এই হরি নাম ঐ

(মনো) দয়াল নামে বাদাম তুলে দাওরে ভবনদী পাড়ি।
মিছে কেন ভবমাঝে করিতেছ ঘুরাফিরি।
ঐ দয়াল নামে নাইরে কোন ভয়,
তাইতে মন তোরে আমি দিতেছি অভয়
কোন, ভয়ে প'লে সেই দয়াময়, হবেরে তরির কাণ্ডারী,
তোর মাল্লা ছয় জন বড়ই রে পাজি,
হরিনামের বাদাম দিতে কেউ নয়রে রাজি,
নদীর তরঙ্গ উঠছে ভারি, তুমি সদাই থেক হুসিয়ারি।
( নাম না ভুলে ) ১৭।

( ঐ সুর )

ভাবরে মন ঘরে ব'সে গুরুর চরণ।
গুরু বিনে আর কে তোরে নিবেরে প্রভুর সদন।
মোহ নিদ্রায় অচেতনে, র'য়েছ হারায়ে তুমি সেই ভক্তি ধনে,
ওহে ভক্তিদাতা গুরু ব'লে. ডাকরে মন অনুক্ষণ।
সকলে এ মহীমণ্ডলে, সেই গুরুকে পূজা করে তরাবে ব'লে,
গুরু, সহায় থাক্‌তে নাই ভাবনা ভজরে তাঁর যুগলচরণ। ১৮।

---

( ঐ সুর )

( ওমন ) কতদিন আর করবি ভবে আমার আমার।
তোর, কতদিন ফুরা'য়ে এল মন ভেবে দেখনারে একটীবার।
গৌরাঙ্গ অবতারে, যেচে যেচে এই হরিনাম দেয় ঘরে ঘরে,
সে যে মার খাইয়ে দয়া করে, এমন দয়াল কে আছে আর।
সাধুগণে করতে পরিত্রাণ, দুষ্টবৃত্তি নরদিগের বধিতে পরাণ,
ধর্ম্মস্থাপন হেতু তিনি, যুগে যুগে হন অবতার।
পরম পুরুষ গৌর নিতাই, ধর যদি তাঁদের সঙ্গ কোনই
চিন্তা নাই তুই অনায়াসে চরণ পাবি ( এমন ) সুখের দিন তোর
হবেনা আর। ১৯।

—:—

( ঐ সুর )

ভবে ব'সে ভবনাথকে ভাবরে যদি।
তবেই সুখ শান্তি দুই হবে দূরে যাবে ভব ব্যাধি।

দুষ্ট রিপু আছে ছয় জনা, সবে মিলে দিতেছে তোরে কুমন্ত্রণা,
ঐ রিপু দমন নামটী হৃদে ধ্যান কররে নিরবধি।
ভক্ত ধ্রুব ভজিয়ে, তাঁকে অনায়াসে গেলরে চলে ধ্রুবলোকে,
সদাই পদ সেবা ক'রে সে যে হরিময় করেছে হৃদি। ২০।

১। নিতাই শমন দমন নাম এনে কিম্বা ২। হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল

ঐনা নিতাই ডাক্‌ছে আয়রে সবে মধুর নামটী নিতে।
ঐ নাম নিলে উদয় হয় আনন্দ নিরানন্দ চিতে।
প্রেম পিপাসু যারা, ত্বরাতে যেয়ে তারা,
খাচ্ছে প্রেম বারি ধারা, ডুবে প্রেম নদীতে।
যত শোকী তাপী পাপী, সকলেই তরিবি,
গোবিন্দ নামের গুণে।
ত্বরা করে চল, হরি হরি বল,
সকলে প্রেমেতে মেতে ( ও ভাই জগতবাসী ) ২১।

সংকীর্ত্তন ( হরিবোল বল জগাই মাধাই এই সুর )

দেখ মন হরি নামের গুণ।
নামে নিভে তাপীর মনাগুণ।
ঐ নাম দুর্ব্বলের বল, ঐ নাম পারের সম্বল,
প্রেমানন্দে বাহুতুলে হরি হরি বল ;
ব্রহ্মা বনবাসী হ'ল জেনে নামের গুণাগুণ।

এমন নামত নাই ভবে, দেখরে নামের প্রভাবে,
কত হ'য়ে গেল যে সব নাহি সম্ভবে ;
পাষাণ মানব হ'ল ভাইরে ধূলর কি আশ্চর্য্য গুণ।
যে জন যে ভাবে ভাবে, তাঁরে পায় সে সেই ভাবে,
ধ্রুব গেল পদ পাশে যাঁহারে ভেবে ;
তাইতে বলি মনরে ভজ পরম পুরুষ ব্রহ্ম নির্গুণ। ২২॥

( ভক্তি ডোরে না বাঁধলে কি কৃষ্ণ বাঁধা রয় )

তোরা, আয়রে সবে মিলে ও ভাই,
( আজি প্রেমানন্দে হরি গুণ গাই।

উত্তরিতে এ ভবনদী হরিনাম বিনে আর গতি নাই।
ঐ নামের গুণে তরে গেলরে জগাই মাধাই দুটী ভাই।
নামে ধ্রুব প্রহ্লাদ উদ্ধারিলরে বদন ভ'রে বল সবাই।
( শ্রীরাধা গোবিন্দ ) ( একবার বল বল ) ( শ্রীরাধাগোবিন্দ
নাম ) ( বল্লে, তাপিত অঙ্গ শীতল হবে ) ( ভব যাতনা দূরে
যাবে ) ( কিছুই রবেনা রবেনা ) ( পাপ তাপ দূরে যাবে
( আমি, তাইতে বলি হরি বল ) ( জনম পেয়েছ ভাল )
( মনুষ্য দুর্লভ জনম ) [ ( একবার ডাকরে ডাকরে )
( শ্রীরাধা গোবিন্দ বলে ) ( তোর শমন ভয় আর রবেনা )
( যদি ডাকার মত ডাক্‌তে পারিস্ ) ( যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদ
ডেকেছিল ) ( তারা অনায়াসে চরণ পেল ) ] ইত্যাদি…

ঐ নাম গোলকে গোপনে ছিলরে ( এনে ) বিলাইল
গৌর নিতাই।
ঐ নাম শবোপরি ব'সে ভাবেরে সর্ব্বদা শিব গোঁশাই। ২৩ ॥

—————

( নিতাই শমন দমন নাম এনে ২। হরি দিনত গেল এই স্থর)
নিতাই প্রেমের ভাণ্ড নিয়ে এল নদীয়া নগরে।
প্রেম পিপাসু ন'দে বাসী ঘেরিল নিতাই রে।
তুমি কোথা হ'তে, এলে নদীয়াতে. এমন শুধা মাখা
হরি নামটী কে দিল তোমারে।
নিতাই ডেকে বলে, ধর নাও সকলে, এই নাম তোদের
জন্য এনেছি ভাই দিতে ঘরে ঘরে।
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে বলরে সকলে হরে
বলে দাস গোবিন্দ ও নিতাই চাঁদ প্রেম ফাঁদে
বধ মোরে। ২৪ ॥

—*—

ভৈরবী—দাদ্‌রা।
( তুমি কাদের কুলের বউ )
তোরা কে কে যাবি আয়।
( আমার ) নিতাই চাঁদ প্রেমের নৌকা খুলে দিয়ে যায়।
এই বেলাতে না আসিলে, ডুবে মরবে মায়া জলে,
প্রেমের নৌকা চলে গেলে, ( পড়ে ) রবি কিনারায়।
নিতাই চাঁদের প্রেমের নৌকায় যে চড়ে সেই পার হ'য়ে যায়,
পয়সা কড়ি লাগ্‌বেনা তায়, এলে এই বেলায়। ২৫ ॥

( "নিতাই শমন দমন নাম এনে" এই সুর )

আজ, হরি নামের প্রেম নদীতে চল্ ডুব দিয়ে আসি।
ডুব দিলে প্রাণ শীতল হবে ( নাম ) হৃদে রবে পশি।
তোর ত্রিতাপ জ্বালা, মনের কালা, দূর হবেরে নিমেষ
কালে, ( যাবে ) আনন্দ সাগরে ভাসি।
তাঁর বাঁশীরগুণে, উজান চলে যমুনে, শ্রীরাধিকা
আপনি এসে, হ'লরে তাঁর দাসী।
তাঁর নামের বলে, সলিলে ভাসে শিলে, আবার
শিলে মানুষ হ'ল চেয়ে দেখরে জগতবাসি।
এমন সুমধুর নাম, হরে কৃষ্ণরাম, গানকর সকলে বসি।
তাঁর রাঙ্গা দু'টী পদ, করিলে সম্পদ, হইবে গোলকবাসী ॥
( ও ভাই জগতবাসী ) ২৬ ॥

---

( "বল বল সুবল ভাই কেমন আছে কমলিনী রাই" এই সুর )

নিতাই, নদের বাজার দিয়ে যায়, আপনি মেতে জগতমাতায়।
ন'দে কি ছিল কি হ'ল চেয়ে দেখরে ভাই, নিতাইর,
রাঙ্গাচরণ ধূলায়।
দীনহীন কাঙ্গাল যত, কেহ বাকি র'ল না তো,
সকলে প্রেম দিল রসরায়।
তাঁর নয়ন দু'টী দেখলে হৃদে আপনি, প্রেমের
আবেশ হবে তায়। --

আয়রে সবে মিলে যাই ভাই, হেরিগে সে দয়াল নিতাই,
লুটাই মাথা দোঁহ রাঙ্গা পায়।
এমন দয়াল নিতাই শরণ নিলে ত্বরাতে, হৃদি, রত্ন
নাকি পাওয়া যায়। ২৭॥

( ঐ স্থর )

( গৌর ) হে'লে দু'লে চ'লে যায়, মুখে হরি হরি বুলি গায়।
আবার, শ্রীবাস অঙ্গনে যেয়ে গৌর আমার, হরি,
ব'লে ঢ'লে প'ড়ে যায়।
চৌদিকে লয়ে ভকত, আছে কত শত শত,
তা'তে কত শোভা দেখা যায় ;
নিতাই হরি নামে সারা দিয়ে বলিছে, তোরা,
নাম নিবি কে চলে আয়।
দিনেতে দেখি দু'বেলায়, যেচে যেচে প্রেম বিলায়,
কি পুরুষ কি কুল বালায় ;
( আবার ) রা রা রা রা রা রা বলে ক্ষণেবা
ধূলাতে প'রে লুটায়।
ভণে শ্রীগণেশ গোবিন্দ, আপনি হলে শ্রীগোবিন্দ
তবে কেন কান্দ রসরায়।
তোমার প্রাণ রয়েছে বৃন্দাবনে কেন বা, প্রেম,
দিতে এলে নদীয়ায়। ২৮॥

—※—

রাগিনী খাম্বাজ—তাল যৎ।

( "কাল বরণ রাধে হেরিবেনা বলেছে" এই সুর। )

হেররে মন ঐ মূরতী হেররে রূপ অনিবার।
এই দেখা প্রায় শেষ দেখা আর্ত দেখা হওয়া ভার।
রূপের কিরণ এত, কোটি শশী বিরাজিত,
যেন চপলা সতত, হাসিছে বদনে তাঁর।
অনেক দিনের তরে, চল্লে মন দেশান্তরে,
কবে যে আসিবে ফিরে, নিশ্চয় নাহিক তার।* ২৯॥

( "তাই ভাবিগো মনে বিনা নিমন্ত্রণে" এই সুর )

কর মন সার, হরি সারাৎসার অসার সংসার তাও কি জাননা।
মায়াস্বপ্ত হ'তে,জাগরে ত্বরিতে, দেখরে জগতে কেউ নয় আপনা।
এসংসারে শুধু আসা যাওয়া সার,
যেদিকে চাই হেরি সবই শূন্যাকার,
অজ্ঞান অন্ধকার, কে ঘুচাবে আমার,
বিনে সেই সারাৎসার, আরত দেখিনা।
যে দেহ লইয়ে কর অহঙ্কার,
হবেই হবে একদিন নিশ্চয় নির্ব্বিকার,
শুধু, মায়ার বিকার, জেন সবাকার,
শ্রীহরির চরণে প্রাণ সঁপনা।

---

* এই সঙ্গীতটী গ্রন্থকার বিদেশে যাওয়ার পূর্ব্বে নিজ বাটীস্থিত বিগ্রহদেব শ্রীশ্রী৺শ্যামরায়কে লক্ষ্য করে লিখিয়াছিলেন।

ভাবিলে না ভ্রমেও ভবারাধ্য ধনে,
কি হইবে গতি গতি তো দেখিনে,
অগতির গতি, সেই বিশ্বপতি,
তাঁর চরণে মতি কেন রাখনা।
ডাক ভক্তিভরে, সর্ব্বগুণাকরে,
অনিত্য বাসনা অচিরে ছাড়রে,
শয়নে স্বপনে, কিম্বা জাগরণে,
গমনে ভোজনে ঐ নাম জপনা। ৩০

"খেলারশে ছিল কানাই কিম্বা ত্যজিব শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক এই সুর"

শ্রীগোবিন্দ নাম মন কররে স্মরণ।
যাঁহার কৃপায় পাবে অভয় চরণ॥
ত্বরায় তাড়া'য়ে দুষ্ট রিপু ছয়জনে।
পান কর নামামৃত বসিয়ে নির্জ্জনে॥
অজ্ঞান তিমিরাবৃত তব হৃদাকাশ।
ভক্তিসূর্য্য তাহাতে না হইল প্রকাশ।
ভক্তি দাতা হরি ব'লে ডাকনা কেনরে?
হরি বই কে দিবে ভক্তি হতভাগ্য নরে॥
নামের তুলনা নাই এভব সংসারে।
সদা ভজ ভক্তি মনে ম'জোনা অসারে॥
ভাবিয়ে দেখরে মন অসার সংসার।
হরিনাম বিনে ভবে নাহি কিছু সার॥

রাজা প্রজা সমতুল্য তাঁহার নিকটে।
যে জন ভজিবে তাঁরে নিত্য অকপটে ॥
ভক্তি সহ যেবা তাঁরে পূজিবে সাদরে।
সেই তো পাইবে দয়া সংসার ভিতরে ॥

তাই বলি ওরে মন, শোন সুসার বচন,
কর চিন্তা চিন্তা মনি ধন।
ধর ধর সাধু সঙ্গ, সদা কর ঐ প্রসঙ্গ,
ভ্রমেতেও ভু'লনা কখন।
মাতা পিতা ভাই বন্ধু, কেহই নহেরে বন্ধু,
বিনা বন্ধু দীন বন্ধু হরি।
ভক্তি ভরে তাঁরে যদি, ভজ বসে নিরবধি,
যাবে তবে শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরী ॥
সংসারের গোলমালে, যেওনা তাঁহারে ভু'লে,
থাক সদা স্থির কার্য্যে রত।
ভক্তিতে ভজ গোবিন্দ, তবেই পাবে আনন্দ,
সে আনন্দে সদা হও রত ॥
ভুলনা সংসার ভ্রমে, ভজ সব মহাজনে,
তবেই পারিবে হতে সুখী।
জননী জঠর বাণী, ভুলিয়ে কি আছ তুমি,
তবে কেন দিতেছরে ফাঁকী ?
ইহা কি ফাঁকীর কাজ, ধররে ভকত সাজ,
থাক সুখে সাধু সঙ্গ মিশে।

সংসারে এসেছ একা, শেষ কালে যাবে একা,
তবে কেন বৃথা থাক ব'সে ॥
দেখ সূক্ষ্ম চিন্তা ক'রে এই অসার সংসারে,
ভক্তি বিনে সকলি বিফল।
তাইতে বলিরে মন, থেকোনা হ'য়ে এমন,
সদাই বলরে হরিবোল ॥
দিবানিশি কেন আর, কর আমার আমার,
দেখনা কি সংসারের গতি ?
শ্রীহরির পদ রেণু, মাখিয়ে সাজাও তনু,
কররে পবিত্রময় অতি ॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ভাব ব'সে অবিরাম,
দেখ দিন যায় বৃথা কাজে।
গণেশ বলিছে মন, ভজ হরির চরণ,
মিশে যাও হরিপদ রজে ॥ * ৩১ ॥

* এই সঙ্গীতটী ১৩১৬ সালের ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বা আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার মহাশয়ই উহা উদ্ধৃত করিতে দিয়াছিলেন।

# তৃতীয় তরঙ্গ ।

ব্রজলীলা

প্রভাতী ।

( "রাই জাগ রাধে জাগ এই স্থর" )

জাগ জাগ জাগ ওহে নাগর কানাইয়া ।
( আর নিশি নাই ) ( নিশি প্রভাত হয়েছে )
জীবন জুড়াব মোরা তোমারে হেরিয়া ॥
সঙ্গীগণ সঙ্গে তুমি যেওনা বিপিনে ।
তোমারে না হেরে মোরা থাকিব কেমনে ।
রজনীতে রাধা সনে খেলছ প্রেমের খেলা ।
নিশি জেগে ঘুম দিয়েছে বুঝি সকাল বেলা ॥
ঐ যে পাপিয়ার কুহুতানে জগত জাগিল ।
ভ্রমরের গুঞ্জ রবে অন্তর দহিল ॥
ঐ যে ডালে ব'সে শুক শারী ডাক্‌ছে কেন্দে কেন্দে ।
ছেরে দাওহে প্রাণের কৃষ্ণ কে রেখেছ বেন্ধে ।
শ্রীদাম স্থদাম বস্থদাম দাড়ায়ে দুয়ারে ।
( শুধু তোমার তরে ) ( দাড়াইয়ে আছে ) ...
বলরাম ডাক্‌ছে তোমার শিঙ্গাধ্বনি ক'রে । ১ ॥



( "উঠ রাধে বিনোদিনি রাই" )

উঠ প্রভু নন্দের গোপাল, নিশি সুপ্রভাত হ'ল হে
পূর্ব্ব দিকে নবীন রবি এসে উদিত হ'ল হে।
ময়ূর ময়ূরী তারা নাচিতেছে ডালে।
কোকিল করে কুহু কুহু জগা'বার তরে।
অলি এসে ব'স্‌ল ফুলে মকরন্দ লোভে।
শুক শারী কৃষ্ণ ব'লে ডাকে তামাল ডালে। ২ ॥

( "বল বল সুবল ভাই" এই সুর )

ছেড়ে দাও মা জীবন কানাই।
সঙ্গে নিয়ে গোঠে চ'লে যাই ॥
মোদের সঙ্গে দিতে তোমার প্রাণ কানাই,
কোন, চিন্তার ত কারণ নাই।
মোরা রাখালিয়া মতি, গোঠে যেয়ে নিতি নিতি,
কত খেলা খেলিয়ে বেড়াই ;
যদি, একা দিতে না চাও তোমার প্রাণ কানাই,
তবে, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাই।
কানাই নিয়ে গোঠে গেলে, কত লোকে এসে বলে,
এমন ছেলে কখন দেখি নাই ;
আবার, সিংহ পৃষ্ঠে চড়ে আসে এক নারী,
যেন তোমার মত দেখ্‌তে পাই ॥

সে কোলে লয়ে নিলমণি, দশ করেতে খাওয়ায় ননী
তুমি কত খাওয়াও যশো মাই ;
গোপাল, একবার ছেড়ে দুবার চেলে নবনী,
বল, আরত আমার ঘরে নাই।
পেটের দায়ে, আর কি করে, ফিরে ব্রজের ঘরে ঘরে,
চুরী করে কত ননী খায় ;
তুমি, এই দোষেতে বেঁন্ধেছিলে দু'হাতে,
তা'তে আমরাও হাতে ব্যথা পাই। ৩॥



( "ডুবলরে তোর মানব তরী" এই সুর )
বাঁশী শুনে প্রাণ আমার কেন এত আকুল হ'ল।
না হেরিয়ে হল এমন হেরিলে বা যায়গো কুল॥
চল সখী যাই ধীরে ধীরে, হেরিগে সে কালরূপ নয়ন ভরে,
আমি, ঘরে যে থাকিতে নারি, উপায় কি তাই বল বল॥
মোহন মুরতীর পানে, চাহিয়ে থাকিব সখী এক ধ্যায়ানে,
আমি তারে পেলেই সবই পেলেম, জাতি কুল গেল গেল॥
সখী বলে শোন গো ধনি, কদম গাছে হ'বে যখন মূরলী ধ্বনি,
আমি, তখন তোমায় নিয়ে যাব, জল আনিবার করে ছল॥ ৪॥



রাগিণী ভৈরবী—একতালা ( পয়ারে ঠংরী ।
( "পোহাল রজনী, ভয় কি সজনী" এই সুর )

আয়লো সজনী, শুনি বাঁশীর ধ্বনি, বলে বলুক লোকে
কলঙ্কিনী রাই।
ঘরে শ্বাশুড়ী ননদী, আছে বড়ই বাদী, কেবল নিরবধি,
তাদের ডরাই।
গিয়েছিলাম একদিন যমুনার ঘাটে, সেই দিন মনোচোরে
নিল প্রাণ লুঠে, ফুল তুলিতে গেলে যমুনার তটে,
বন মাঝে পরি বিষম শঙ্কটে ;
সেই মনো চোরে এসে অঞ্চল ধরে, কত তোষামদে
তাহার হাত এড়াই।
ফুল তুলিতে যেয়ে একটু দেরী হলে, বাঘিনী প্রায় হ'য়ে
ননদিনী বলে, 'আয়লো পোড়ামুখী দাদাকে আজ ব'লে,
দিবনা আর যেতে চক্ষের আড়ালে, বেন্ধে, হাতে গলে
তোরে, রাখব এনে ঘরে, দেখিস্ কেমন করে মজাটা দেখাই।
সত্যি করে একদিন বেন্ধে হাতে গলে, শ্বাশুড়ী ননদী দুজনাতে
মিলে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা কতই মোরে দিলে, সকলি সহিলাম
কপাল মন্দ বলে, পরে, প্রিয়তম স্বামী, আসিল অমনি
তাঁরে দিয়ে হাতের বাঁধনি খোলাই।
নৈলে সেদিন আমার কি দশা যে হত, বোধ হয় তোদের
ছেড়ে যেতেম জন্মের মত, এ জীবনে কষ্ট সহিয়াছি যত,
নারিব বলিতে এক মুখে তত, কেবল, কৃষ্ণের দয়াবলে,
আছি ধরাতলে, নিরখিয়ে তাঁরে পরাণ জুড়াই। ৫॥

রাগিণী ঝিঝিট মিশ্রিত—তাল খয়রা

( "কার উপরে মান করিব" এই সুর )

আমি কি সুখে আর রব ঘরে।
আমার হৃদয় রঞ্জন, সে নীল রতন, যদি না পাইব তাঁরে॥
সখি, তোমরা যা বল মোরে, প্রাণ দিয়েছি তাঁর করে,
ডুবেছি তাঁর প্রেম সাগরে, জীবনের তরে;
আমার, প্রাণ সখা, এনে দেখা জুড়াব প্রাণ তাঁরে হেরে।
যোগিনীর বেশ ধ'রে, ফিরব ব্রজের ঘরে ঘরে,
কি ভয় আর এ কুলেরে কিছুই আমি রাখব নারে;
আমার বল্‌তে যা ছিল তা' সকলি দিয়েছি ছেরে।
কালা চাঁদের মধুর হাসি, মম হৃদে র'ল পশি,
রাহুভয়ে যেন শশী এসেছিল ব্রজপুরে;
আমায়, কেউ ক'রনা মানা সখী, এমন চাঁদে দেখিবারে।

উপজ—

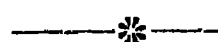
( আমি থাকব না গো অসার গৃহ আবাসে
গৃহে থেকে কি ফল আছে।
"ধন পরিজন, বসন ভূষণ, কতই রতন আছে, এসব কিছু নয়,
যদি গো না রয়, কালিয়া রতন কাছে। ( এমন দেখি নাই,
আমার, কালিয়ার মতন ভুবন মোহন রূপ দেখি নাই )।
কুসুমের হাসি, শরতের শশী, হাসিতে দেখেছি কত;
কারো হাসি নয়, এত মধুময়, কালিয়া হাসির মত।

রসে গর গর, রসিয়া নাগর, রসের মূরতি খানি ;
হাসিতে কান্দিতে কত রস ঝরে আপনি রসের খনি।
তাঁর মূরলীর গানে, তেরছ নয়নে কি জানি রেখেছে গুণ।
যেখানে সেখানে, যাহারে সন্ধানে, তাহারে করেগো খুন ॥
(কেন না কাঁদিব, যদি কেঁদে কেঁদে তাঁর দেখা পাওয়া যায়,
কেন না কাঁদিব )।
তারে যেবা চায়, কথায় কথায়, তারে সে কত কাঁদায় গো ;
আগে দূরে২ থেকে, পরখিয়ে দেখে, তবু কি তাহারে চায়গো।
( যদি তেমন দেখে, হাতে চোখ মুছে আর তারে ডাকে )
তবে দয়াময়, হইয়ে সদয়, তারে আপন করিয়ে লয় গো ;
কালিয়া পীরীতি, কালিয়া ভকতি, যার তার হবার নয় গো।
( আমি কুল দিয়ে সই কি করিব, যদি
গোকুল চাঁদে না পাইব )
যত জাতি মান কুল, সব মনের ভুল,
হরি সে সবার মূল গো ;
তার নাই কুলাকুল, ( কিছু চায়না, কিছু চায়না, কিছু চায়না,
কিছু চায়না হরি ; কেবল মন চায় আমার বংশীধারী )।
সেই সে পায় কুল শ্যামকুলে যার কুল গো।"
আমার হৃদয়রঞ্জন, সে নীলরতন, যদি না পাইব তাঁরে ॥৬॥

---

( "ডুবল রে তোর মানবতরী" )
কেন সখী গেলেম আমি যমুনাতে জল আনিতে।
জল আনিতে যেয়ে ঐরূপ বেঝে র'ল নয়নেতে ॥

যে দিকে চাই সেই দিকে দেখি,
কাল বরণ হৃদয়রতন সেই কমল আঁখি,
ঐ রূপ দেখে আমার কুল গিয়েছে,
পারিনে আর ঘরে রইতে।
হেঁটে যেতে যেন শব্দ পাই,
সাথে সাথে চলছে আমার নাগর কানাই,
আমি ফিরে চেয়ে দেখিনা তায়,
উপায় কি তাই বল ললিতে।
কালিয়া পীরীতি যে করে,
হতভাগ্যা তার মত নাইগো সংসারে,
তার এ কুল ও কুল দুকূল যাবে, জন্ম যাবে কাঁদ্তে কাঁদ্তে ॥৭॥



( "আমিতো তোমারে চাহিনে জীবনে" )

মিশ্র কানেড়া—একতালা।

আমার, পরাণ লইয়ে,গেল লুকাইয়ে,খুজেতো পেলেম না তাহারে।
শয়নে স্বপনে, নিশি জাগরণে, সতত মনে পড়ে তারে।
অন্য চিন্তা যদি কভু মনে করি,
সামনে যেন ঐরূপ নয়নেতে হেরি,
ধরতে গেলে তারে ধরিতে না পারি,
পড়েছি বিচ্ছেদ-সাগরে!
কালিয়া চাঁদের মধুমাখা হাসি,
মম হৃদাকাশে র'ল গো প্রকাশি,

কাল রূপ দেখতে কতই ভালবাসি,
সেতো আমায় চাহেনা ফিরে।
যমুনা-পুলিনে জল আনিতে গেলে,
গাছে থেকে বাঁশী রাধা রাধা বলে,
দেখিতে না পাই থাকে কোন আড়ালে,
ভাসিতেছি নয়ননীরে ॥৮॥

কীর্ত্তন।

( "কানু কহে রাই" এই সুর )

ওহে, শ্যাম নটবর, মূরতী সুন্দর, বনমালা শোভে গলে।
"তাহে ঠমকে ঠমকে, চপলা চমকে, অলকা তিলকা ভা'লে ॥
(কিবা শোভা হ'লরে, অলকা তিলকা ভালো,
( চপলা চমকে তাহে। )
ওহে নব জলধর, প'রে পীতাম্বর, বাঁশরী লইয়ে করে।
কটিতে কিঙ্কিণী শোভিতেছে ভাল, শিখিপুচ্ছ চূড়াপরে।
রস ডগমগ, সুকোমল অঙ্গ, চলে যবে হে'লে দু'লে।
পদে রুণুঝুনু, নূপুর বাজনা, কানেতে কুণ্ডল দোলে ॥
কিবা মনোহরা চূড়া,পীত ধটী পরা, বামেতে হেলিয়ে দোলে।
তাহে ত্রিভঙ্গিম ঠামে,রাই লয়ে বামে,দোলাতে দুজনে দোলে ॥
সখীগণ সঙ্গে, কত রসরঙ্গে, করিছ প্রেমের খেলা।
চন্দনে চর্চ্চিত,অঙ্গ সুশোভিত, মোহিত ব্রজের বালা ॥৯॥

---

কীর্ত্তন।

( "রজত কাঞ্চনে, না খানি সাজান" ১ম পয়ার ঐরূপ )

প্রেমে তনু জরজর, মূরতী অতি সুন্দর, আমার গোরা রসরায়।
নদীয়ার পথে পথে, ভকত লইয়ে সাথে, মুখে রাধা রাধা বুলি গায়॥
কা'রে বলে হরি বল, কা'রে বলে রাধা বল, কা'রে বলে কোথা বৃন্দাবন,
বলে সব ভক্তগণে, চল যাই বৃন্দাবনে, হেরিব সে রাধার বদন॥
নিতাই শুনিয়ে কয়, চল প্রভু দয়াময়, (যাব) বৃন্দাবনে রাধিকা
আগার।
এত বলি প্রভু লয়ে, যায় পথ ভুলাইয়ে, শান্তিপুর হয়ে গঙ্গাপার॥
দেখে গঙ্গা পার হয়ে, অদ্বৈত হয়েছে নেয়ে, গোরাকে পার
করিবার ছলে।
( রাধার ) প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা, মুখে বলে রা রা রা রা,
কখনও বা পড়ে ঢ'লে ঢ'লে॥
পরে, জিজ্ঞাসে সকলে গোরা, কোথা বা দিয়েছ পাড়া, এবুঝি
সে মধুর বৃন্দাবন।
কোথা, পিতা নন্দ মা যশোদে, চিনিনারে চিনায়ে দে, কোথা বা
সে ব্রজগোপীগণ।
কোথা বা সে বংশীবট, কোথা বা যমুনা-তট, কোথা মম প্রাণাধিকা
প্যারী। ( আমি চিনিনারে চিনায়ে দে, আমার, প্রাণাধিকা
রাধা কোথা)
তাহারে না হেরে মন, হল বড় উচাটন, প্রাণ, জুড়াইব বিধুমুখ
হেরি॥ ( কোথা প্রাণাধিকা প্যারী ) (আমি, চিনিনারে চিনায়ে দে)

কোথা সুবলাদি সখাগণ, কোথা নিকুঞ্জকানন, কেথা মম ধবলী সাবলী। কালিন্দীর তীরে কেলী, করিব, সকলে মিলি, আর বাঁশীতে বাজাব রাধা বুলি ॥ (আমায়, নিয়ে চলহে,) ( কালিন্দীর
তীরে আমায় ) ১০ ॥

---

ঝিঁঝিট- খাম্বাজ

( "যমুনা পুলিনে কালা বাঁশী বাজালে"এই সুর। )

একি রূপ হেরি আজি কালিকা রূপিণী।
জবা বিল্বদলে কেন পূজে কমলিনী ॥
চূড়া ধরা কই রেখেছ, পীতবাস কৈ লুকায়েছ,
নরকরে ঘেরিয়েছ, কটী দেশ খানি।
পরিহরি বনমালা, গলে পর্‌ছ মুণ্ডমালা,
পুরুষ, নারি হল একি জ্বালা, এসে দেখ্‌লো সজনী ॥
লুকাইয়া মোহন বাঁশী, করেতে ধরেছ অসি,
নামটী তোমার কালো শশী, আমরা সবে চিনি ॥ ১১ ॥

মিশ্র কানেড়া—তাল একতালা।

"আমিতো তোমারে চাহিনে জীবনে" এই সুর।

শোনলো সজনী, শ্যাম গুণমনী, নিশার শেষে কেন আইল এথায় ?
নিশার শেষে কেন, এথায় আগমন, এত রাত্রে কালা আছিল
কোথায় ?
যার কাছে থেকে রাত্রি কাটাইল,কেন তারে ছেড়ে মম কুঞ্জে এল,
বললো সজনী ফিরে যেতে বল, কি হবেগো এখন ধরিলে পায় ॥

বড় সাধে আমি গেথেছিলাম মালা, আসার আশে ছিলেম
আসবে চিকণ কালা, বাশী হ'ল আমার সাধের ফুল মালা,
দিয়েছি ভাসায়ে যমুনার গায়।
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প আদি যত, রেখেছিলেম আমি ক'রে সুশোভিত,
মনানন্দে বলছি আসবে প্রাণনাথ,সে আনন্দ আমার জলে
ভেসে যায় ॥ ১২ ॥

( কীর্ত্তন—"কানু কহে রাই কহিতে ডরাই এই সুর।" )

যবে দ্বারকায়, যেয়ে শ্যামরায়, হ'লে রাজ বেশ ধারী।
তখন, ব্রজবাসী দল, শোকেতে বিহ্বল, বলে কোথা বংশীধারী ॥
( একবার ব্রজে এস ) ( ব্রজবাসী প্রাণে মল )
গোকুল নগর, হ'য়েছে আঁধার, শুধু সে গোবিন্দ বিনে!
একচন্দ্র হরে জগত তিমির কি করে তারকাগণে।
যত ব্রজাঙ্গনাগণ, করয়ে ক্রন্দন, ত্যাজে অঙ্গ বিভূষণ।
কোথা বা বসন, কোথা বা আসন, কেবল, বলে দাওহে দরশন।
( ওহে নিঠুর হরি )
মোরা ক'রে অনশন, তোমা অন্বেষণ, করিতেছি নিশিদিনে।
এলো থেলো কেশে, পাগলিনী বেশে,
ফিরি বৃন্দাবনে বনে বনে ॥ ( ওহে বন বিহারী )
মোদের বসন হরিয়ে, বৃক্ষে আরোহিয়ে,
ফেলেছিলে কত লাজে।

তবু তোমা তরে, মরি সদা ঝু'রে, কোথা হরি এস ব্রজে ॥
( মোরা ম'লেম প্রাণে )
ব্রজের ময়ূর ময়ূরী, আছে ভূমে পরি,
আর তারা নাচেনা ডালে।
শুক শারীগণ, ডাকে অনুক্ষণ, কোথাহে গোবিন্দ ব'লে।
পিক বধূগণে, সজল নয়নে, চাহিছে পথিক পানে।
ধেনু বৎস চয়, ইতস্তত ধায়, তৃণ নাহি খায় বনে।
তব, প্রেম ধনে ধনি, রাই মহাধনি, হ'য়েছে নির্ধনি প্রায়।
ধূলায় লুণ্ঠিতা, ক্ষণেবা মুর্চ্ছিতা, ক্ষণে চারি দিকে চায় ॥
বৃন্দাবনারন্য, কেন ক'রে শূন্য কোথা গেলে প্রাণধন।
কেন হ'লে অদর্শন, দিয়ে দরশন, বাঁচাওহে দাসীর জীবন ॥
হ'য়ে তোমা অদর্শন, যায়হে জীবন, আহা মরি মরি মরি।
কবি কহে ধনি, আর কেঁদনা তুমি, আসবে কালা পুনঃ ফিরি
( তুমি আর।কেঁদনা ) ( ফিরে আসবে চিকণকালা )
( ঘুচাইবে মনের জ্বালা )
( "বল বল স্থবল ভাই"—এই স্থর )
ঝাপ দিয়ে রাই মরবে যমুনায়।
রাইকে রাখা হ'ল বড় দায় ॥
তুমি ত্বরায় চল বৃন্দাবনে হে কানাই, ( ত্বরায় )
যেয়েই দেখ কিনা তায়।
(তব) প্রেমেতে হ'য়ে চঞ্চলা, বল্ছে এনেদে মোর কালা,
নৈলে জলে ত্যাজিব এ কায় :

এই ব'লে অম্‌নি কমলিনী রাই ধনি, ( প'রে) ধূলায়
গড়াগড়ি যায়।
ধরিয়ে তার দু'টী পায়ে, এসেছি কত বলিয়ে, চল্লেম মোরা
পুরি দ্বারকায় ;
(তুমি) ধৈর্য্য ধর একটু বস গো রাধে, (ত্বরায়) এনে দিব
শ্যামরায় ১৪ ॥

সংকীর্ত্তন ( "বৃন্দাবন প্রেমরসেতে ভেসে যায়" এই সুর )

(আজ) কি আনন্দ বৃন্দাবনে দেখিরে !
শ্যাম শশীর উদয় হ'ল তাপিত প্রাণ জুড়ায় হেরে ॥
বামে দেখি এক নারী, রূপে ভুবন আলো করি,
প'রে নীলাম্বরী শাড়ী,আমার, গোবিন্দের প্রাণ হরে।
ব্রজের যত নর নারী, চল্‌ছে সবে সারি সারি,
হেরিতে ঐ রূপ মাধুরী, বড় আশা অন্তরে ;
কোন কোন ব্রজবালা, হাতে ল'য়ে পুষ্পমালা,
সাজাবে সেই চিকণ কালা, হরষিত অন্তরে।
( কেহ ) সোণার বাঁটায় পান রেখে, অগুরু চন্দন মেখে,
দিবেরে তাঁর রাঙ্গা মুখে ধরিয়ে করে ;
আর যত ভক্তদল, প্রেমেতে হইয়ে বিহ্বল,
বল্‌ছে সবাই বল হরিবোল, মূরতি হেরে হেরে।
আয়রে সবে দেখে আসি, রাধা শ্যামের রূপরাশি,

যেজন ঐ রূপের প্রয়াসী, আয় ত্বরা করে;
(আজি) রাধাকৃষ্ণ মিলন হ'ল দেখরে নয়ন ভ'রে। ১৫

হোরী।

( "মনে ভেবেছিলাম তরাবে হরি" এই স্থর )

আজি বড় শোভা হ'ল গোকুলে।
দোলায়ে দোলে গোবিন্দ দেখরে সকলে॥
বামে ল'য়ে শ্রীরাধারে ব'সে আছে দোলাপরে,
শিরেতে ময়ূরের পাখা, (আছে) বামেতে হে'লে॥
অপূর্ব্ব হয়েছে শোভা, কালোতে লালের আভা,
তোমরা, দাওরে সবে ধন্য ধন্য, ঐ গোপী কুলে।
রাইরূপে কেমন শোভিত, চন্দ্রমা হয় পরাজিত,
ঐ রূপের তুলনা নাহি, হয় ভূমণ্ডলে॥ ১৬॥

শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দো জয়তি :—

# চতুর্থ তরঙ্গ।

## মাতৃ সঙ্গীত।

( "ওহে জটাধারী একি হেরি তব আচরণ কিম্বা
কোন্ গলিমে যায়া শ্যাম" এই সুর )

ওমা বীণাপাণি এস আমার হৃদয় কাননে।
মন ফুলে পূজিব সযতনে॥
অন্তরে হ'য়েছে আশা, মিটাব মনের পিয়াসা,
শীতল কর কৃপাবারি দানে॥
কালিদাস তো তব কৃপায়, অমর হয়েছে ধরায়,
তেমনি কর মা কৃপা দীনে।
"গোবিন্দ গীতিকা" আজি, করে মাগো ফুলের সাজি,
দিব ভক্তি ফুল তুলে চরণে॥ ১ ॥

রাগিনী ঝিঁঝিট—একতালা।

নমো শ্বেতাঙ্গিনী, বীণাবাদিনী, নমামি ও পদকমল।
নমামি ভারতী, নমামি ও সতী, নমামি বিদ্যার গৌরবস্থল
তুমি মাগো কৃপা করেছ যাহারে,
কোন চিন্তা তার নাহিক সংসারে,
কৃপাতৃষ্ণা আমার প্রবল অন্তরে,
কৃপাদানে কর শীতল।

মানব দেহের অজ্ঞান আঁধার,
তুমি বিনে দূর কে করিবে আর,
তব দয়া বলে সচল সংসাব,
নতুবা হইত অচল।
যা' কিছু শিখেছি কৃপাতে তোমার,
পারবনা জীবনে শোধিতে এ ধার,
পুনঃ দাবি ক'রে বলছি জোড় করে,
রাখিও করিয়ে চরণতল ॥ ২ ॥

ভৈরবী—খেমটা।
( "চাইবনা লো কুসুম পানে" এই সুর )

হেরব ঐ মূরতিখানি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণী।
তব শ্রীকমল করে, বীণা শোভা করে, কটিতে কিঙ্কিণী ॥
কঙ্কণ পরিয়ে মাগো দিয়ে বালা হাতে,
কাণে দিয়ে কুণ্ডল রূপ দেখাও জগতে,
গলে শোভে গজমতি, কুচযুগে মুক্তাভাতি,
হেরব আমি ঐ মূরতি, দিবা কি রজনী।
সঙ্গীত কুসুম বনে ফুল করেছি চয়ন,
সেই ভক্তিফুলে পূজব তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ,
তুমি হৃদয়ের ধন, হৃদে কর উপবেশন,
আমার হবে জন্ম ধন্য, দেখা দাওগো জননী ৩ ॥

---

( "জাগমা আমার দেহমধ্যে" এই সুর )

সতত ডাকি মা ব'লে।

মা ত ফিরেও চায়না আমা ব'লে ॥

শোননা মা জগত জননী, হেরব তোর চরণ দুখানি,

( যেন ) হইমা তোমা ধনে ধনী, পদে, ঠেলনা কুপুত্র ব'লে ॥

এবার মোরে কর দয়ে, দয়ার লেশ কি নাই হৃদয়ে,

একবার, নেমা কোলে ও নিদয়ে, নৈলে, ডাকবনা গো

মা মা বলে ॥

গোবিন্দ পড়িছে তোর পায়, করে দেমা একটা উপায়,

যেন অন্তিমেতে ঐ রাঙ্গা পায়, স্থান পাই তব কৃপাবলে ॥৪॥

---

রামপ্রসাদী সুর

চরণ দেমা তু'লে মাথে।

ঐ চরণ ধরে যেতে যেন পারি মা তোর সাথে সাথে ॥

মনের কষ্ট সইতে আমি পারিনা মা কোনমতে ;

তাই, মা মা বলে ডাকি আমি হৃদের জ্বালা জুড়াইতে ॥

সংসারে সংসার-কার্য্যে সদাই আমি থাকি মেতে ;

ওমা, তখন কি আর হয়গো ডাকা তাইতে ডাকি হেটে যেতে।

মা মা বুলি মন্ত্র বিনে, আর ত মন্ত্র দাও নাই সুতে ;

তাই, জপ করিমা ঐ মন্ত্রটী যখন যাইমা ঘাটে পথে।

যে, আইন করে দিয়েছ মাগো, চলতে নারি সে আইনমতে ;

আরও যদি পারি চলি ফিরি তোমার আইনের বিপরীতে।

পারিনা মা কোনরূপে অবোধ মনকে বুঝাইতে ;
সে যে নাম ভুলিয়ে জোর করিয়ে চলছে কেবল কুটিল পথে।
এর উপায় ত্বরায় কর মা গোবিন্দ পরে পদেতে ;
আমি, যেথা দাঁড়াই সেথা সবাই লাঠি ভাঙ্গতে চায়গো মাথে ॥৫॥



মিশ্র কানেড়া—একতালা।

("আমিতো তোমারে চাহিনা জীবনে" এই সুর)

কলঙ্ক কালিমা, ঢাকিয়ে দাওমা, তব ঐ পদরজ দিয়ে !
( নৈলে ) এভাবে এভবে, থাকিব কিভাবে, বেড়াব কি আমি
রোদিয়ে ॥
( আমায় ) কি দোষে করিলে তব পদ ছাড়া,
বলমা আমি ভবেব কোথা দিব পাড়া,
হ'য়ে পদহারা, ভবে থাকে যারা,
তাদের অশ্রুজল কে দিবে মুছায়ে ॥
কুটিল নয়নে যেদিন চেয়েছ মা,
সেইদিন হতে কত পেতেছি লাঞ্ছনা,
( তোমার ) কৃপাবারি বিনে, কেবা ধরাধামে,
তরে মা অন্তিম সময়ে ॥
অর্থ ধনে ভবে হয়মা যেবা ধনি,
সেতো নয়মা ধনি অধিক নির্ধনি,
( যেজন ) পদ ধনে ধনি, তাঁরে, বলি ধনি,
ঐ ধন দাওমা দাসে থাকি ধনি হয়ে ॥ ৬ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

কোলে তু'লে নেমা আমায় কেন দিস্ মা পায়ে ঠেলে।
আমার ভরসা তোমার ঐ চরণ তাই ডাকি মা, মা মা ব'লে॥
মা মা ব'লে কাঁদছি কত, কেন্দে কেন্দে হলেম হত,
রোষ করাটা নয় সঙ্গত, আমি যে তোর অধম ছেলে॥
আমার এ দুঃখ দেখে মা, তোর প্রাণে কি দয়া হয় না,
তোমার এমন কঠিন হৃদয়, ফিরেও চাওনা পুত্র ম'লে॥
তোমার এ কেমন ধারা মা, সন্তানে কর ছলনা,
ডাকিলে যে কথা কওনা, কি দোষে নিদয়া হ'লে॥ ৭॥

( "এমায়া প্রবঞ্চময় ভবের রঙ্গ" এই সুর )

জেনেছি মা কেমন তুমি দয়াময়ী ভূমণ্ডলে।
মা মা বলে কাঁদলে মা তুই একটী বারও নিস্‌না কোলে॥
জানিনা যে তুমি মাগো হ'য়েছ এত নিদয়া,
নিজ সন্তানের প্রতি নাহি একটু মায়া দয়া,
শোন গো কঠিন হৃদয়া, একবার মাগো হও সদয়া,
তুমি, কতজনে ক'রে দয়া, অভয় চরণে রাখিলে।
মনে মনে আশা আছে যাইব তোমার উদ্দেশে,
দেখি, যাইতে পারি কিনা মা অভয় চরণ পাশে,
হসনে নিদয়া দাসে, দাসের কষ্ট দেখনা এসে,
নয়ন জলে সদাই ভাসে, পরিয়ে দুঃখ সলিলে॥ ৮॥

(১। "সেইতো র'য়েছ গো মা তুমি ২। আজ কেন এমন হলেম তারা"
বলমা আমায় রাখবি কিনা পদে।
প্রাণ চায় তোমায় ভক্তি ফুলে পূজব মনোসাধে ॥
হয়ে তোমার পদ হারা, প্রাণ থাকিতে প্রাণ হারা,
হয়েছি মা অপরাধী, তাইতে স্থান চাই পদে।
সন্তানের দুঃখহরা, এইতো মায়ের প্রধান ধারা,
অজ্ঞানে কি পায়না ক্ষমা, শত অপরাধে ॥
নির্ব্বোধ সন্তানে কত, কান্দাবি আর অবিরত,
আমার মত কত শত, রেখেছিস্ ঐ পদে ॥ ৯ ॥

রাগিণী গৌরী গান্ধার—তাল একতালা
( "মা মা বলে আর ডাকবনা" এই সুর )
মা ব'লে কতবা ডাকিব তোমারে
প্রাণ যায় মম তোমারে না হেরে ॥
এইবার দাওমা দাসে রাঙ্গা পদধূলি,
আর ডাকবনা তোমায় বলে মা মা বুলি,
কি দোষে তনয়ে অকূলে ভাসালি,
বলমা তাই আমায় করুণা করে।
যে ছেলে জননীর স্নেহেতে বঞ্চিত,
কি কাজ আছে তার থেকেবা জীবিত,
তাই, হয়েছে গোবিন্দ বড়ই ব্যথিত,
মনের ব্যথা সবই র'ল মনান্তরে ॥ ১০ ॥

( "সে কেনরে করে অপ্রণয়" এই স্বুর )

যে ভাল করেছ আমারে।
মাগো মা, মাগো মা ॥
আমি, আর ভালতো চাইনে মাগো, এখন, নিয়ে যাও নিজ ঘরে।
দেখেছি কত শিখেছি, অপরেরে বুঝাইয়েছি,
কিন্তু, আপনি মায়ায় ডুবে আছি, এদোষ আমি দেই কা'রে।
কালের হাতে সপে দিয়ে, র'লে তুমি পালাইয়ে,
মা হ'লে কি থাক্‌তে শুয়ে, ফেলিয়ে সন্তানেরে।
কোন আশা নাইমা মনে, কি ধন চাব তব স্থানে,
গোবিন্দ পরে চরণে, যতনে রেখো তারে ॥ ১১ ॥

("সেইতো রয়েছ গো মা তুমি ) ২। ( আজ কেন এমন হলেম তারা )"

মা আমায় কান্দাবি আর কত ?
কেন্দে কেন্দে দেখ্‌না আমি জ্বলছি পুড়ে অবিরত ॥
না নাও যদি অঙ্কে তুলে, তবে কে আর নিবে কোলে,
ভবে,এমন আপন কেউ থাকিলে,তোমায় কি আর ডাক্‌তেম এত।
আছি দুঃখে নিরবধি, তাইতে কেন্দে তোমায় ডাকি,
তুমি, প্রতিজ্ঞা করেছ নাকি, চাবেনা, গোবিন্দ হ'লে নিহত ॥১২॥

---

যোগিয়া—একতালা

("আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল")

আমার, মনের বাসনা, গেলনা গেলনা,
ডুবে যায় আয়ু বিভাকর।
তাই, বাসনা পূরাতে, হৃদি আসনেতে,
এসে বস মাগো করুণা আকর ॥
সাজায়ে রেখেছি মম হৃদাসন,
যদি দয়া করে কর উপবেশন,
পিয়াসা মিটায়ে করিব দর্শন,
অতি সমাদরে মূরতি তোমার ॥
মনের বাসনা নিয়ে যদি মরি,
পাবনা মা শান্তি পেলে পদতরি,
আমি, ডাকিতেছি তোমায় বহুদিন ধরি,
দেখা কি পাবেনা এ কিঙ্কর ? ১৩ ॥

---

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

( ১। " ভুলিস্‌নে ভুলিস্‌নে তারা "। "সাধে কিরে জগা তোরে" )

ভালতো শিখেছ মাগো কান্দাইতে নিজ সুতে।
দিবানিশি কান্দাইতেছিস্ তোর, কোন্ আইনের বিচার মতে ॥
কুপুত্র মার হয়গো কত, কুমাতা কখন নয়তো,
( শাস্ত্রেতে আছে লিখিত ) ( সে ধারা তোর পদানত )
( তাইতে কষ্ট দিচ্ছ এত ) ( আমি যে তোর অনুগত )
( কষ্ট দেওয়া কি হয় সঙ্গত ) পারি না আর এ দুঃখ সহিতে ॥

মাগো, তুমি বিনে এ সংসারে, মা বলে আর ডাক্‌ব কারে,
( বলে দাওমা তাই আমারে ) (একবার, পুত্র বলে নেমা কোলে)
( কেনবা নিদয়া হ'লে ) ( আমি যে তোর মূর্খ ছেলে )
(তাই বলে কি লবিনা কোলে) পদপ্রান্তে স্থান দিওমা অন্তে।১৪॥

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

( ১। " ওমা শ্যামা কত দিনে হব" "জাগগোঃ জননী"—এই সুর )

হৃদাশনে এসে বস মা।
আমি, জুড়াব জ্বালায় হৃদয় তোমারে হেরে মা॥
জ্বালার উপরে জ্বালা কত জ্বালা সব আর,
এক দেহের সাধ্য কিযে সহে এ জ্বালার ভার,
অচিরে নিয়ে যাও মোরে, এ ভব সিন্ধুর পারে,
নতুবা ভবেতে আমি থাকিব কেমনে মা।
জনম দিয়েছ তুমি যেভাবে ভবের কুলে,
ভরিতেছে দেহতরি সতত কলুষ জলে,
নির্দ্দয়ে নিজ তনয়ে, দুঃখ জলে ফেলে দিয়ে,
তুমি, কেমনে বা দেখিতেছ সন্তানের এ যাতনা॥১৫॥